

কসবায় এডিপি বরাদ্দের 'অদৃশ্য খতিয়ান' ও প্রশাসনের নীরবতা

অনুসন্ধান উইং: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও স্থানীয় সরকার অডিট সেল | অবস্থান: কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৬

কাগজে কোটি টাকার উন্নয়ন, বাতায়নে এক যুগের স্থবিরতা: সাধারণের অজানা কসবার এডিপি খতিয়ান

১০টি ইউনিয়নের গ্রামীণ রাস্তা, কালভার্ট ও খালের নামে কোটি কোটি টাকার খোক বরাদ্দ কোথায় যাচ্ছে—জানেন না করদাতা সাধারণ মানুষ। তথ্য বাতায়নে এক যুগ আগের অচল পাতা ঝুলিয়ে রেখে চলমান অর্থবছরের এডিপি স্কিম তালিকা রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্য। প্রশ্নের উত্তর মেলেনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার; পরবর্তীতে বস্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রতিবেদনে সংযোজন করা হবে।

মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম | বিশেষ অনুসন্ধান প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া): বর্ষা নামলেই কসবা উপজেলার কুটি ও মেহারী ইউনিয়নের সংযোগ সড়কটি রূপ নেয় এক হাঁটু কাদায়। ভ্যানচালক জামাল মিয়া প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে সবজি নিয়ে সদরের বাজারে যান। ভাঙা কালভার্টের মুখে ভ্যান উল্টে দুদিন আগেই নষ্ট হয়েছে তাঁর কয়েক হাজার টাকার কাঁচামাল। ক্ষোভ নিয়ে জামাল মিয়া বলছিলেন—

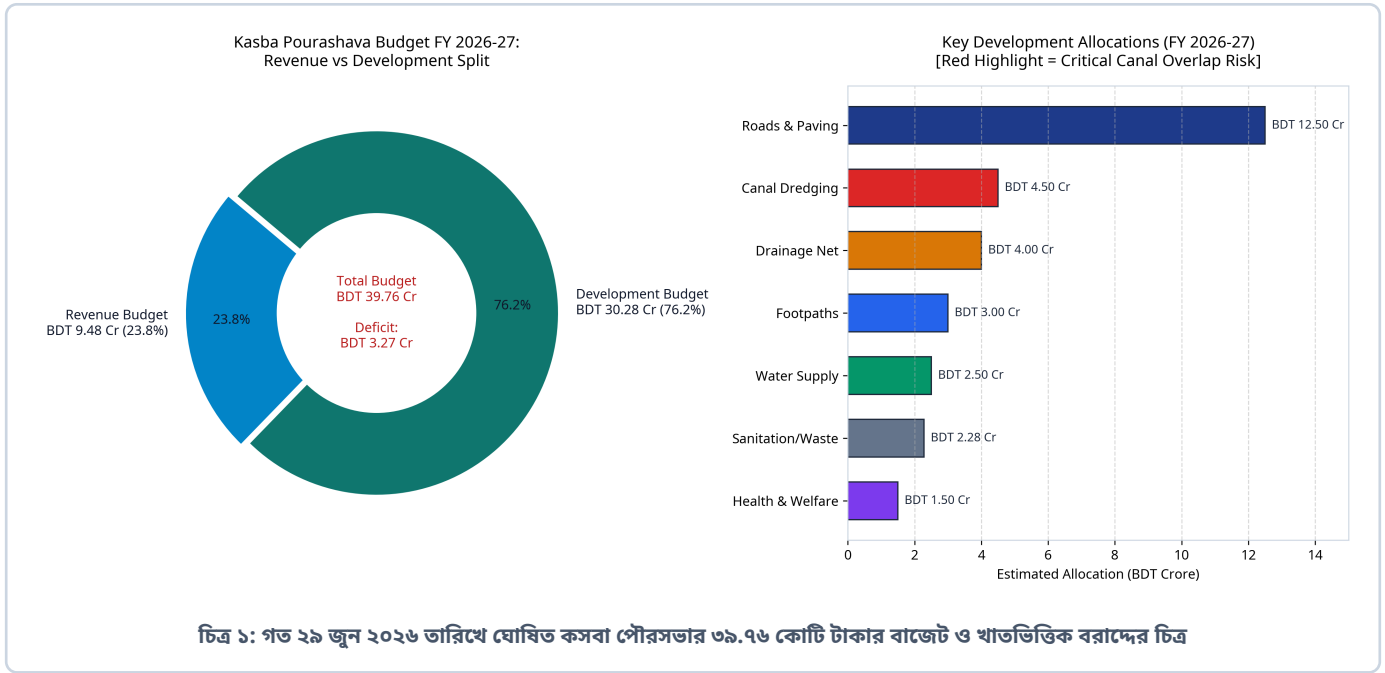
“শুনি প্রতি বছরই কোটি কোটি টাকা আহে সরকারের থেইকা। কিন্তু আমগো রাস্তার কাদা কোনোদিন শুকায় না। টাকা কোন খালের জলে যায়, আমরা পাবলিক তো কিছুই জানি না।”

জামাল মিয়ার এই প্রশ্নের উত্তর সরকারি নথিতে স্বচ্ছভাবে থাকার কথা ছিল। দেশের আইন অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও উপজেলা পরিষদ প্রতি বছর যে কোটি কোটি টাকার ‘বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’ (এডিপি) খোক বরাদ্দ ও রাজস্ব তহবিল খরচ করে, তার প্রতিটি স্কিমের নাম, অবস্থান, বরাদ্দ ও ঠিকাদারের হিসাব নাগরিকদের কাছে উন্মুক্ত রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্তবর্তী কসবা উপজেলায় সেই স্বচ্ছতার জানালাটি বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

দালিলিক প্রমাণ ১: তথ্য বাতায়নে এক যুগের অন্ধকার (২০১৪ বনাম ২০২৬)

সরকারি জাতীয় তথ্য বাতায়নের কসবা উপজেলা পোর্টালে ([kasba.brahmanbaria.gov.bd](#)) “বিভিন্ন প্রকল্প” মেনুটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছিল **১৬ মার্চ ২০১৪ তারিখে দুপুর ০১:১১ টায়**—অর্থাৎ বিগত ১২ বছরেও সেখানে নতুন কোনো প্রকল্পের তথ্য যুক্ত করা হয়নি। এমনকি ২০১৪ সালের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের পুরনো ফোন নম্বর ও অচল ব্যাংক হিসাবের তথ্য এখনো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

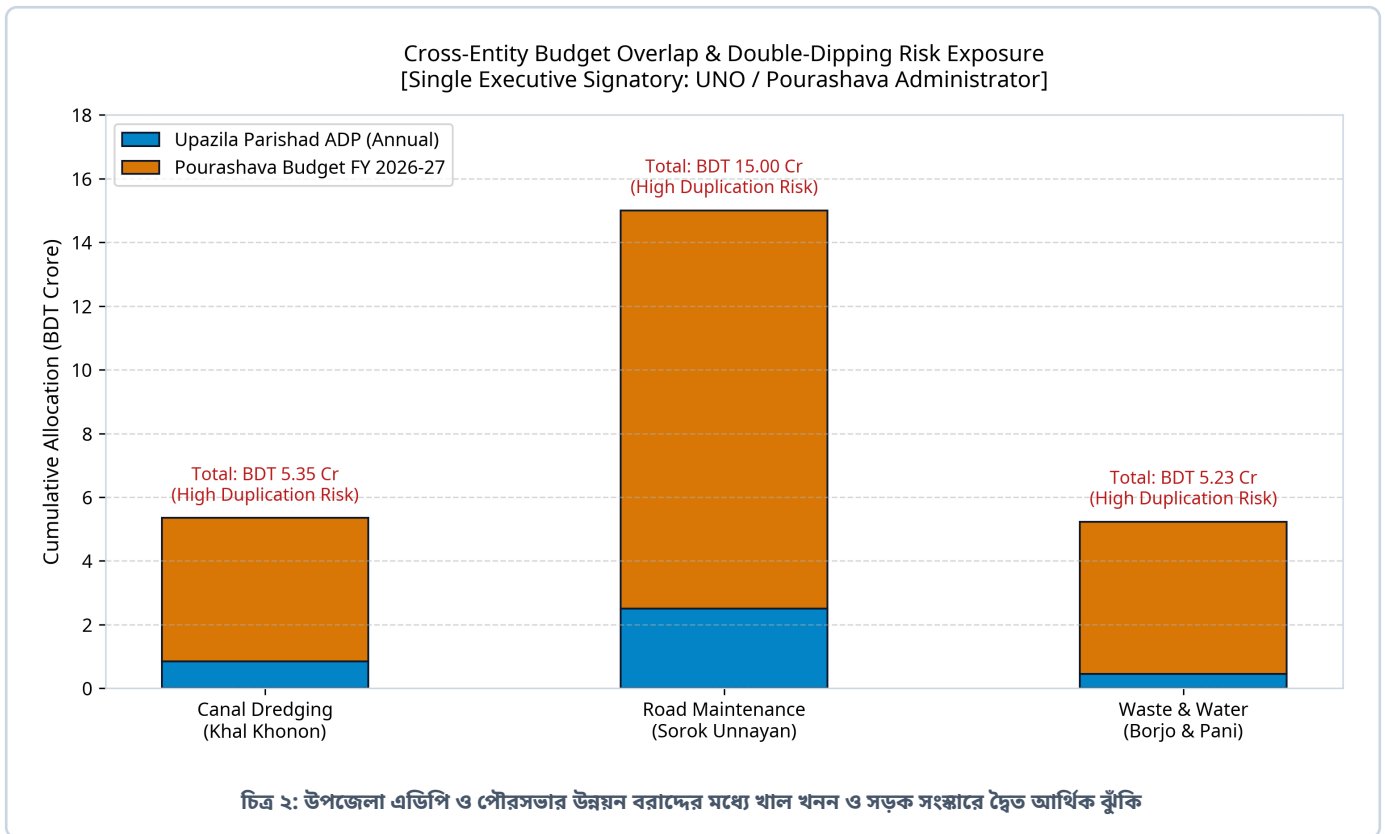
সবচেয়ে বড় রহস্য তৈরি হয়েছে ‘বার্ষিক প্রতিবেদন (এডিপি)’ সেকশনটিতে। সেখানে ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পুরনো কিছু ক্যামস্ক্যানার ফাইলের লিঙ্ক থাকলেও **২০২৫-২০২৬ কিংবা চলমান ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের অনুমোদিত কোনো স্কিম তালিকা, বরাদ্দপত্র বা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আপলোড করা হয়নি**। সরকারের ক্লাউড সার্ভার (ওরাকল ক্লাউড অবজেক্ট স্টোরেজ) ঘেঁটেও দেখা গেছে, এই দুই অর্থবছরের কোনো সমাপ্তি বা অগ্রগতি প্রতিবেদন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।



অথচ গত ২৯ জুন ২০২৬ তারিখে কসবা পৌরসভার জন্য ৩৯ কোটি ৭৬ লাখ টাকার বাজেট ঘটা করে ঘোষণা করা হয়েছে। পৌর এলাকায় “খাল খনন” খাতে সাড়ে ৪ কোটি টাকা এবং সড়ক খাতে সাড়ে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই উপজেলার অধীনে থাকা ১০টি গ্রামীণ ইউনিয়নের জন্য এডিপির কোটি কোটি টাকার থোক বরাদ্দ কোন কোন প্রকল্পে দেওয়া হলো, কারা সেই কাজের পিআইসি (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) সভাপতি—তা সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্য রাখা হয়েছে।

দালিলিক প্রমাণ ২: একক স্বাক্ষরে দ্বৈত প্রশাসনিক কর্তৃত্বের ঝুঁকি

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের পর কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ছামিউল ইসলাম একই সাথে কসবা পৌরসভার প্রশাসকের দায়িত্বে আছেন। ফলে উপজেলা এডিপির গ্রামীণ তহবিল এবং পৌরসভার উন্নয়ন বরাদ্দ—দুটি বড় আর্থিক খাতের ওপরই একক প্রশাসনিক কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছে। মেজারমেন্ট বুক (এমবি) এবং পিআইসির তালিকা ইন্টারনেটে প্রকাশ না করায় একই খালের খনন বা সড়কের কাজে দ্বৈত বিলিংয়ের গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।



প্রশাসনের নীরবতা ও পেশাদার সম্পাদকীয় অঙ্গীকার (Right of Reply)

এডিপি স্কিম বাস্তবায়ন তালিকা প্রকাশ না করার কারণ এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৬ অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের আইনি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের বিষয়ে জানতে কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা পরিষদ প্রশাসক মো. ছামিউল ইসলাম-এর সাথে একাধিক মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়।

তঁার সরকারি মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। পরবর্তীতে তঁার হোয়াটসঅ্যাপে এবং সরকারি ইমেইলে (unokasba@mopa.gov.bd) সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ে লিখিত বক্তব্য চাওয়া হয়: (১) ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি স্কিম তালিকা কেন বাতায়নে অপ্রকাশ্য রাখা হয়েছে? (২) তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারা পরিপালনে প্রশাসনের পদক্ষেপ কী? এবং (৩) পৌরসভা ও এডিপি খাতের মধ্যে ডাবল-বিলিং রোধে কী অডিট ব্যবস্থা চালু রয়েছে?

প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে কোনো উত্তর বা আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে পরবর্তীতে তঁার কোনো বক্তব্য, ব্যাখ্যা বা প্রাতিষ্ঠানিক জবাব পাওয়া গেলে তা গুরুত্ব সহকারে এই প্রতিবেদনে সংযোজন করা হবে।

কসবার সচেতন নাগরিক ও উন্নয়ন বিশ্লেষকদের দাবি, অবিলম্বে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি স্কিমের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ, কার্যাদেশের তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট পিআইসি সভাপতি ও ঠিকাদারদের নামসহ একটি উন্মুক্ত শ্বেতপত্র বাতায়নে প্রকাশ করা হোক। কৃষক জামাল মিয়ার মতো লাখো প্রান্তিক মানুষের একটাই চাওয়া—উন্নয়ন যেন শুধু ফাইলের ভেতর বন্দি না থাকে, উন্নয়নের হিসাব যেন খোলা চোখে দেখতে পান সাধারণ নাগরিক।

SPECIAL INVESTIGATIVE REPORT | PUBLIC FINANCE FORENSICS

The Missing Development Ledger of Kasba Upazila

Investigative Unit: Public Procurement & Governance Audit Cell | Dateline: Kasba, Brahmanbaria | Date: October 11, 2026

Millions on Paper, Complete Darkness on Ground: The Unpublished ADP Records of Kasba

While rural residents navigate washed-out roads and encroached canals, the official breakdown of where millions in Annual Development Programme (ADP) funds actually go remains locked away. The Upazila Nirbahi Officer (UNO) did not respond to official inquiries; his statement will be added upon receipt.

By Muhammad Ariful Islam | Special Investigative Correspondent

KASBA, BRAHMANBARIA — For Jamal Miah, an auto-van driver navigating the cratered dirt tracks connecting Kuti and Mehari unions in Kasba, every monsoon is a gamble with survival. Two days ago, his vehicle overturned on a broken culvert, destroying a week's worth of fresh produce. "We hear on the radio that crores of Taka arrive from Dhaka for rural roads," Jamal says, scraping mud off his wheels. "So where does that money go? Into which canal does it vanish? We the public are told nothing."

Jamal's question is not just a grievance; it is a statutory entitlement. Under Section 6 of Bangladesh's Right to Information (RTI) Act 2009, public development spending channelled through the Annual Development Programme (ADP) block grants and revenue surplus funds must be proactively disclosed to citizens. Yet, in this eastern border upazila of Brahmanbaria, the digital window of governance has been shuttered.

Forensic Evidence 1: A Portal Frozen in 2014

An audit of the Kasba Upazila National Web Portal (kasba.brahmanbaria.gov.bd) reveals severe administrative dormancy. Under the "Various Projects" (বিভিন্ন প্রকল্প) tab, the page was last updated on **March 16, 2014**—preserving twelve-year-old contact details and defunct bank accounts of long-departed union chairmen. The "Annual Report (ADP)" menu terminates at the FY 2024–2025 baseline; no project ledgers exist for FY 2025–2026 or FY 2026–2027.

Ironically, on June 29, 2026, the newly appointed Kasba Pourashava Administrator announced a massive **BDT 39.76 Crore** municipal budget, pledging BDT 4.50 Crore for canal dredging and BDT 12.50 Crore for roads. Yet across the surrounding ten rural unions, the multi-crore Upazila Parishad ADP allocations remain an impenetrable black box.

Forensic Evidence 2: Single-Signatory Governance Void

Following the removal of elected local representatives, Kasba Upazila Nirbahi Officer (UNO) **Md. Samiul Islam** exercises simultaneous executive authority over both the Upazila Parishad and Kasba Pourashava. Without public scrutiny of Measurement Books (MB) and Project Implementation Committee (PIC) ledgers, the administration faces significant risks of duplicate billing across overlapping municipal and rural boundaries.

Official Silence & Journalistic Fairness (Right of Reply)

In adherence to journalistic fairness and transparency, this investigation formally sought the perspective of Upazila Nirbahi Officer and Administrator **Md. Samiul Islam**.

Multiple phone calls to his official mobile number went unanswered. Formal queries were subsequently transmitted to his official email address (unokasba@mopa.gov.bd) and messaging channels, requesting clarification on: (1) Why the approved scheme lists and expenditure ledgers for FY 2025–2026 and FY 2026–2027 remain unreleased on the public web portal; (2) How the administration justifies the continued non-compliance with Section 6 of the RTI Act; and (3) What independent oversight mechanisms exist to prevent cross-entity double-billing between the Pourashava and the Upazila ADP under a single-signatory administration.

As of publication time, no reply or formal statement has been received from the Upazila Nirbahi Officer. His perspective, explanation, or official response will be incorporated into this report immediately upon receipt.

Local civic leaders and watchdog bodies are urging the district administration and the Local Government Division to intervene and mandate the immediate publication of a comprehensive White Paper. Until the physical registers and voucher ledgers are uploaded into the public domain, the gap between grand budget announcements in official auditoriums and the muddy tracks walked by citizens like Jamal Miah will continue to define local governance in Kasba.